"মিষ্টি বাচ্চারা - তোমাদের অনাদি সম্বন্ধ হলো ভাই - ভাইয়ের, তোমরা সাকারে হলে ভাই - বোন, তাই তোমাদের কখনো ক্রিমিনাল দৃষ্টি যেতে পারে না"

*প্রশ্নঃ - বিজয়ী অষ্ট রত্ন কারা হয়? তাদের ভ্যালু কি?

*উত্তরঃ - যাদের মনেও কোনো ক্রিমিনাল খেয়াল থাকে না, সম্পূর্ণ সিভিল আই, তারাই অষ্ট রত্ন হয় অর্থাৎ কর্মাতীত অবস্থা প্রাপ্ত হয় । তাদের ভ্যালু এতো অধিক হয় যে, কারোর উপর যদি গ্রহের দোষ আসে, তাহলে তাদের অষ্ট রত্নের আংটি ধারণ করানো হয় । মনে করা হয় যে, এতে গ্রহের দোষ মুক্ত হবে । অষ্ট রত্ন যারা হয়, তারা দূরদর্শী বুদ্ধি হওয়ার কারণে নিরন্তর ভাই - ভাইয়ের স্মৃতিতে থাকে ।

ওম্ শান্তি । আত্মা রূপী (রুহানী) বাচ্চারা জানে । ওদের নাম কি? ব্রাহ্মণ। ব্রহ্মাকুমার আর ব্রহ্মাকুমারী অনেকই আছে । এতে সিদ্ধ হয় যে, এরা অ্যাডপ্টেড চিল্ড্রেন, কেননা এরা একই বাবার বাচ্চা । তাহলে অবশ্যই এরা অ্যাডপ্টেড। তোমরা ব্রহ্মাকুমার - কুমারীরাই হলে অ্যাডপ্টেড চিল্ড্রেন। অনেক চিল্ড্রেন আছে । এক হয় প্রজাপিতা ব্রহ্মার, আর এক হয় পরমপিতা পরমাত্মা শিবের। তাই অবশ্যই তাঁদের মধ্যে কানেকশন আছে, কেননা ওনার হলো আত্মা রূপী বাচ্চা, আর এনার হলো দেহধারী বাচ্চা । যদি সবাই ওই একের সন্তান হয়, তাহলে সকলেই যেন ভাই - ভাই। প্রজাপিতা ব্রহ্মার সন্তানরা সাকার ভাই - বোন হয়ে যায় । ভাই - বোনের ক্রিমিনাল সম্বন্ধ কখনোই হয় না । তোমাদের জন্যও তো এমন আওয়াজ ওঠে যে, এরা সবাইকে ভাই - বোন বানিয়ে দেয়, কারণ, যাতে শুদ্ধ সম্বন্ধ থাকে । ক্রিমিনাল দৃষ্টি না হয় । কেবল এই জন্মের জন্য এমন দৃষ্টি তৈরী হলে তখন ভবিষ্যতে কখনোই ক্রিমিনাল দৃষ্টি তৈরী পড়বে না । এমন নয় যে ওখানে ভাই - বোন মনে করে । ওখানে তো যেমন মহারাজা - মহারানী হয়, তেমনই থাকে । বাচ্চারা, তোমরা এখন জানো যে, আমরা পুরুষোত্তম সঙ্গম যুগে আছি, আর আমরা সবাই ভাই - বোন। প্রজাপিতা ব্রহ্মা নাম তো আছে, তাই না । প্রজাপিতা ব্রহ্মা কবে ছিলেন - একথা দুনিয়ার কেউ জানে না । তোমরা এখানে বসে আছো, তোমরা জানো যে, আমরা পুরুষোত্তম সঙ্গমযুগী বি.কে । এখন একে ধর্ম বলা হবে না, এখন এ কুলের স্থাপনা হচ্ছে । তোমরা হলে ব্রাহ্মণ কুলের। তোমরা বলতে পারো যে, আমরা ব্রহ্মাকুমার - কুমারীরা অবশ্যই প্রজাপিতা ব্রহ্মার সন্তান। এ তো নতুন কথা, তাই না । তোমরা বলতে পারো যে, আমরা হলাম বি.কে । এমনিতে তো বাস্তবে আমরা সবাই ব্রাদার্স। এক বাবার বাচ্চা । তাঁর জন্য অ্যাডপ্টেড বলা হবে না । আমরা আত্মারা তাঁর সন্তান, তাই অনাদি । ওই পরমপিতা পরমাত্মা সুপ্রীম সোল। আর কাউকেই 'সুপ্রীম' অক্ষর বলা যাবে না । সুপ্রীম বলা হয় সম্পূর্ণ পবিত্রকে । এমন বলা যাবে না যে, সকলের মধ্যেই পিওরিটি আছে । পিওরিটি মানুষ শেখে এই সঙ্গম যুগে । তোমরা তো পুরুষোত্তম সঙ্গম যুগের নিবাসী । যেমন কলিযুগের নিবাসী, সত্যযুগের নিবাসী বলা হয় । সত্যযুগ - কলিযুগকে তো অনেকই জানে । যদি বুদ্ধি দূরদর্শী হয় তাহলে বুঝতে পারবে । কলিযুগ আর সত্যযুগের মাঝের সময়কে বলা হয় সঙ্গম যুগ। শাস্ত্রে তাকে যুগে - যুগে বলে দিয়েছে । বাবা বলেন, আমি যুগে - যুগে আসি না । তোমাদের বুদ্ধিতে এই কথা থাকা উচিত যে, আমরা পুরুষোত্তম সঙ্গমযুগী ব্রহ্মাকুমার - ব্রহ্মাকুমারী । আমরা না সত্যযুগে আছি, আর না কলিযুগে রয়েছি। সঙ্গমের পরে অবশ্যই সত্যযুগ আসবে ।

তোমরা এখন সত্যযুগে যাওয়ার জন্য পুরুষার্থ করছো । ওখানে পবিত্রতা ব্যতীত কেউ যেতে পারে না । এই সময় তোমরা পবিত্র হওয়ার জন্য পুরুষার্থী হয়েছো । সবাই তো আর পবিত্র নয় । কেউ কেউ আবার পতিতও হয় । চলতে - চলতে পড়ে যায়, তারপর লুকিয়ে এসে অমৃত পান করে । বাস্তবে যারা অমৃত ত্যাগ করে বিষ পান করে, তাদের কিছু সময় আসতে দেওয়া হতো না । কিন্তু এমন গায়নও আছে - যখন অমৃত ভাগ করে দেওয়া হয়েছিলো, তখন বিকারী অসুর লুকিয়ে এসে বসে পড়তো । বলা হয় যে, ইন্দ্র সভাতে এমন অপবিত্র এসে বসলে অভিশাপ লেগে যায় । একটি কাহিনীও বলা হয় যে, এক পরী এক বিকারীকে নিয়ে এসেছিলো, তারপর তার কি অবস্থা হয়েছিলো? বিকারী তো অবশ্যই পতিত হবে । এ হলো বোঝার মতো কথা । বিকারী উপরে উঠতে পারবে না । বলা হয়, সে পাথর হয়ে গিয়েছিলো । এখন এমন নয় যে, মানুষ পাথর বা ঝাড় হয়ে যায় । পাথরের মতো বুদ্ধির হয়ে যায় । এখানে আসে পরশ পাথর তুল্য বুদ্ধির হওয়ার জন্য কিন্তু লুকিয়ে বিষ পান করে, ফলে সিদ্ধ হয় যে, পাথর বুদ্ধিরই থাকবে । একথা এখানে সামনে বসে বোঝানো হয়, শাস্ত্রে তো এমনিতেই বসে লিখে দিয়েছে । নাম রেখে দিয়েছে - ইন্দ্রসভা । যেখানে পোখরাজ পরী, আরো নানা ধরণের পরীদের দেখানো হয় । রত্নের মধ্যেও তো নম্বরের ক্রমানুসার থাকে, তাই না । কোনোটা খুব ভালো রত্ন, আবার কোনোটা

কম। কোনোটার ভ্যালু কম, আবার কোনোটার অনেক বেশী । নবরত্নের আংটিও অনেকেই তৈরী করে । অ্যাডভার্টাইজ করে । নাম তো রত্নই। এখানেই তো বসে আছে, তাই না । কিন্তু এদের মধ্যেও তো বলা হবে, এ হলো হীরা, এ পান্না, এ মাণিক, পোখরাজও বসে আছে । এ রাত - দিনের তফাৎ। এদের ভ্যালুর মধ্যেও অনেক তফাৎ হয়ে যায় । এভাবেই আবার ফুলের তুলনাও করা হয় । ফুলের মধ্যেও ভ্যারাইটি আছে । বাচ্চারা জানে যে, কোন্ - কোন্ ফুল আছে । ব্রাহ্মণীরা পাণ্ডা হয়ে নিয়ে আসে, তারা খুব ভালো ফুল হয় । কোনো কোনো স্টুডেন্ট তো বোঝানোর জন্য খুব ভালো তীক্ষ্ণ হয় । বাবা ব্রাহ্মণীদের ফুল না দিয়ে ওদের দেবেন। যারা শেখায় তাদের থেকে এদের মধ্যে খুব সুন্দর গুণ থাকে । কোনো বিকার থাকে না । কারোর মধ্যে অবগুণ থাকে - ক্রোধের ভূত, লোভের ভূত... । তাই বাবা জানেন যে, এ হলো ফেভারিট (মনপছন্দ) পাণ্ডা, এ হলো সেকেন্ড নম্বরে । কোনো কোনো পাণ্ডা এতো ফেভারিট হয় না, যতো জিজ্ঞাসু, যাদের নিয়ে আসে, তারা ফেভারিট হয় । এমনও হয় যে - যে শেখায় সে মায়ার ফেরে এসে বিকারে চলে যায় । এ যেন এমন যে, অনেককে পাঁক থেকে বের করে, আবার নিজেই পাঁকে আটকে মরে যায় । মায়া খুবই জোরদার। বাচ্চারাও বোঝে যে, ক্রিমিনাল আই খুব বড় ধোকা দেয় । যতক্ষণ ক্রিমিনাল আই আছে, ভাই - বোনের ডায়রেকশান পেয়েছো তাও চলতে পারবে না । সিভিল আই পরিবর্তন হয়ে ক্রিমিনাল আই হয়ে যায় । ক্রিমিনাল আই যখন ভেঙ্গে সম্পূর্ণ সিভিল আই হয়ে যায়, তখন তাকে বলা হয় কর্মাতীত অবস্থা । নিজের এতটা পর্যবেক্ষণ করতে হবে । একত্রে থাকাকালীন বিকারের দৃষ্টি যেন না আসে । এখানে তোমরা ভাই - বোন হয়ে থাকো, তোমাদের মাঝে জ্ঞানের তলোয়ার থাকে । আমাদের তো পবিত্র থাকার দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করতে হবে । কিন্তু তাও অনেকে লিখে থাকে, বাবা আকর্ষণ এসে যায়, প্রকৃতপক্ষে সেই অবস্থা এখনো দৃঢ় হয়নি । পুরুষার্থ করতে থাকে - যাতে এমন আর না হয় । যখন একদম সিভিল আই হয়ে যাবে, তখনই বিজয় লাভ করতে পারো । অবস্থা এমন হওয়া চাই যে, কোনো বিকারী সঙ্কল্পও উৎপন্ন হবে না, একেই কর্মাতীত অবস্থা বলা হয় । এই হলো লক্ষ্য।

মালা কতো ওয়ান্ডারফুল তৈরী হয় । ৮ রত্নেরও মালা তৈরী হয় । বাচ্চারা তো অনেকেই আছে । সূর্যবংশী - চন্দ্রবংশী ঘরানা এখানেই স্থাপিত হয় । এদের সবাইকে নিয়ে ফুল পাস, স্কলারশিপ প্রাপ্তকারী ৮ রত্ন বেড়িয়ে আসে । মাঝে তাদের যিনি রত্ন তৈরী করেন, সেই হীরা শিব বাবাকে দেওয়া হয়, যিনি এমন রত্ন বানান । গ্রহের দোষ হলেও ৮ রত্নের আংটি ধারণ করানো হয় । এই সময় সমস্ত ভারতে রাহুর দশা চলছে । পূর্বে ছিলো বৃহস্পতির দশা । তোমরা সত্যযুগী দেবতা ছিলে, এই বিশ্বে রাজত্ব করতে । তারপর রাহুর দশা বসে গেছে । তোমরা এখন জানো যে, আমাদের উপর বৃহস্পতির দশা ছিলো, আসল নাম হলো বৃক্ষপতি । শর্টে বৃহস্পতি বলা হয় । আমাদের উপর বরাবর বৃহস্পতির দশা ছিলো, যেহেতু আমরা বিশ্বের মালিক ছিলাম, এখন রাহুর দশা বসে আছে, যাতে আমরা কড়ির তুল্য হয়ে গেছি । এ তো প্রত্যেকেই বুঝতে পারে । জিজ্ঞেস করার কোনো কথাই নেই। মানুষ গুরুদের কাছে জিজ্ঞাসা করে - এই পরীক্ষায় পাস করবো কি? এখানেও বাবাকে জিজ্ঞাসা করে - আমরা পাস করবো কি? আমি বলি, যদি এমন পুরুষার্থ করে চলতে থাকো তাহলে কেন পাস করবে না? মায়াও কিন্তু খুব প্রবল। তোমাদের ঝড়ের মধ্যে এনে ফেলবে । এই সময় তো ঠিক আছে, ভবিষ্যতে যদি অনেক ঝড় আসে, তখন? তোমরা এখন যুদ্ধের ময়দানে আছো, তাহলে আমি কিভাবে গ্যারেন্টি দেবো? আগে মালা বানাতাম, যাদের ২ - ৩ নম্বরে রাখতাম, তারা এখন আর নেই। একদম কাঁটা হয়ে গেছে । তাই বাবা বলেছেন - ব্রাহ্মণদের মালা তৈরী হতে পারে না । যুদ্ধের ময়দানে আছে তো, তাই না । আজ ব্রাহ্মণ, কাল আবার শূদ্র হয়ে যাবে, বিকারে গেলেই শূদ্র হয়ে যাবে । রাহুর দশা বসে আছে । বৃহস্পতির দশার জন্য পুরুষার্থ করছিলো, বৃক্ষপতি পড়াচ্ছিলেন। চলতে - চলতে মায়ার থাপ্পড় লাগলো, তারপর রাহুর দশা বসে গেলো । একদম ট্রেটর (বিশ্বাসঘাতক) হয়ে যায় । এমন সব জায়গায় হয় । এক রাজত্ব থেকে গিয়ে অন্য রাজত্বে শরণ নেয় । তখন তারাও দেখে যে, এ তাদের কাজের কিনা, তখন শরণ দেয় । এমন অনেকেই ট্রেটর হয়ে যায়, এরোপ্লেন সহিত অন্য রাজত্বে গিয়ে আশ্রয় নেয় । তখন ওরা এরোপ্লেনে ফিরিয়ে নেয়, কিন্তু তাকে আশ্রয় দেয় । এরোপ্লেনকে তো আর শরণ দেয় না, সে তো তাদের প্রপার্টি, তাই না । তাদের জিনিস তাদের ফিরিয়ে দেয় । বাকি মানুষ, মানুষকে শরণ দেয় ।

বাচ্চারা, তোমরা এখন বাবার কাছে তাঁর শরণে এসেছো । তোমরা বলো, আমাদের মান রাখো । দ্রৌপদী ডেকেছিলো, আমাকে এ নগ্ন করছে, পতিত হওয়ার হাত থেকে আমাকে রক্ষা করো । সত্যযুগে তোমাদের কখনো সম্ভ্রমহানি হয় না । সেই যুগকে তো সম্পূর্ণ নির্বিকারী দুনিয়া বলা হয় । ছোটো বাচ্চারা তো নির্বিকারীই হয় । ইনি গৃহস্থ জীবনে থেকে সম্পূর্ণ নির্বিকারী থাকেন। যদিও স্ত্রী - পুরুষ একই সাথে থাকেন, তবুও নির্বিকারী থাকেন। তাই তো বলা হয়, আমরা নর থেকে নারায়ণ আর নারী থেকে লক্ষ্মী তৈরী হচ্ছি । সে হলো নির্বিকারী দুনিয়া । ওখানে রাবণ থাকে না । সেই দুনিয়াকে রামরাজ্য বলা হয় । রাম শিব বাবাকে বলা হয় । রাম নাম জপ করার অর্থই হলো বাবাকে স্মরণ করা । রাম - রাম যখন

বলে, তখন বুদ্ধিতে নিরাকারই থাকে । মানুষ রাম - রাম বলে, সীতার নাম করে না । তেমনই শ্রীকৃষ্ণের নাম নেয় কিন্তু রাধার নাম বলে না । এখানে তো বাবা হলেনই এক, তিনি বলেন মামেকম্ স্মরণ করো । শ্রীকৃষ্ণকে পতিত পাবন বলা হবে না । ছোটোবেলায় রাধা - কৃষ্ণ তো ভাই - বোনও ছিলেন না । তাঁরা পৃথক রাজত্বে বাস করতেন। বাচ্চারা তো শুদ্ধই হয় । বাবাও বলেন - বাচ্চারা তো ফুল, ওদের মধ্যে বিকারের দৃষ্টি থাকে না । যখন বড় হয়, তখন দৃষ্টি অশুদ্ধ হয়, তাই বালক আর মহাত্মাকে সমান বলা হয় । বরং বাচ্চা মহাত্মার থেকেও উচ্চ। মহাত্মা তবুও তো জানে যে, আমি ভ্রষ্টাচারের দ্বারা জন্ম নিয়েছি । ছোটো বাচ্চাদের এই কথা জানা থাকে না । বাচ্চারা বাবার হয়ে গেলো আর উত্তরাধিকার তো আছেই। তোমরা বিশ্বের রাজধানীর মালিক হও। এ কালকের কথা - তোমরা বিশ্বের মালিক ছিলে । তোমরা এখন আবার তেমন তৈরী হচ্ছো । তোমাদের এতো প্রাপ্তি হয় । তাই স্ত্রী - পুরুষ ভাই - বোন হয়ে যদি পবিত্র থাকে, এ আর কি বড় কথা । কিছু তো পরিশ্রমও করা চাই, তাই না । হ্যাঁ, পুরুষার্থের নম্বর অনুসারে তোমরা এখন বৃহস্পতির দশাতে যাও। স্বর্গে তো যায়ই কিন্তু পড়ার দ্বারা কেউ উচ্চ পদ প্রাপ্ত করে, কেউ মাধ্যম, কেউ ফুল তৈরী হয়, কেউ আবার অন্য কিছু তৈরী হয় । এ তো বাগিচা, তাই না । তখন পদও তেমনই প্রাপ্ত করবে । এমন ফুল হওয়ার জন্য তোমাদের খুব পুরুষার্থ করতে হবে, তাই বাবা ফুল নিয়ে আসেন বাচ্চাদের দেখানোর জন্য। বাগিচাতে তো অনেক প্রকারের ফুল হয় । সত্যযুগ হলো ফুলের বাগিচা, আর এ হলো কাঁটার জঙ্গল। তোমরা এখন কাঁটা থেকে ফুল তৈরী হওয়ার জন্য পুরুষার্থ করছো । একে অপরকে কাঁটার আঘাত করার থেকে বাঁচার পুরুষার্থ করছো, যে যতো পুরুষার্থ করবে, ততো জিততে পারবে । মূল বিষয় হলো কামকে জয় করা, কামকে জয় করলে তোমরা জগৎজিৎ হতে পারবে । এ তো বাচ্চাদের উপর নির্ভর করছে । জোয়ানদের খুব পরিশ্রম করতে হয়, বৃদ্ধদের কম। বাণপ্রস্থী যারা, তাদের আরো কম। বাচ্চাদের অনেক কম।

তোমরা জানো যে, আমরা এই বিশ্বের বাদশাহীর প্রপার্টি প্রাপ্ত করি, তারজন্য এক জন্ম যদি পবিত্র থাকি তাহলে কি ক্ষতি । ওদের বলা হয় বাল ব্রহ্মচারী । তারা অন্ত পর্যন্ত পবিত্র থাকে । যারা পবিত্র হয়েছে, বাবার প্রতি তাদের আকর্ষণ থাকে, বাচ্চারা যদি ছোটবেলা থেকেই জ্ঞান প্রাপ্ত করতে পারে তাহলে তারা রক্ষা পেতে পারে । ছোটো বাচ্চারা অবোধ হয়, কিন্তু বাইরে গেলে স্কুল ইত্যাদিতে সঙ্গের রং লেগে যায় । সুসঙ্গ উদ্ধার করে আর কুসঙ্গ নাশ করে । বাবা বলেন, আমি তোমাদের পারে নিয়ে যাই, শিবালয়ে । সত্যযুগ হলো সম্পূর্ণ নতুন দুনিয়া । সেখানে খুব অল্প মনুষ্য থাকে, তারপর বৃদ্ধি পেতে থাকে । ওখানে তো খুব অল্পসংখ্যক দেবতারা থাকে । তাই তোমাদের নতুন দুনিয়াতে যাওয়ার পুরুষার্থ করতে হবে । আচ্ছা !

মিষ্টি - মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা, বাপদাদার স্মরণের স্নেহ, সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা তাঁর আত্মারূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার ।

ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ-

১) বাবার মন পছন্দ হওয়ার জন্য গুণবান হতে হবে । ভালো - ভালো গুণ ধারণ করে ফুল হতে হবে । অপগুণ দূর করতে হবে । কাউকেও কাঁটাবিদ্ধ করো না ।

২) ফুল পাস করার জন্য বা স্কলারশিপ নেওয়ার জন্য এমন অবস্থা তৈরী করতে হবে যাতে অন্য কিছুই যেন স্মরণে না আসে, সম্পূর্ণ সিভিল আই যেন হয়ে যায় । সদা বৃহস্পতির দশা যেন থাকে ।

বরদানঃ- ব্রাহ্মণ জীবনে সর্ব সম্পদকে সফল করে সদা প্রাপ্তি সম্পন্ন হয়ে সন্তুষ্টমণি ভব

ব্রাহ্মণ জীবনে সবথেকে বড় সম্পদ হলো সন্তুষ্ট থাকা । যেখানে সর্ব প্রাপ্তি থাকে, সেখানে সন্তুষ্টতা থাকে আর যেখানে সন্তুষ্টতা থাকে, সেখানে সবকিছুই থাকে । যে সন্তুষ্টতার রত্ন, সে সব প্রাপ্তি স্বরূপ, তার গীত হলো... যা পাওয়ার ছিলো, তা পেয়ে গেছি । এমন সর্ব প্রাপ্তি সম্পন্ন হওয়ার বিধি হলো - প্রাপ্ত সর্ব সম্পদকে ইউজ করা, কেননা যত সফল করবে, ততই সম্পদ বৃদ্ধি পেতে থাকবে ।

স্লোগানঃ- হোলিহংস তাকেই বলা হয়, যে সদা সৎ গুণ রূপী মুক্তো চয়ন করে, অপগুণ রূপী কাঁকড় নয় ।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium

Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;